মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৯ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও নিয়মিত মামলার ৯ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলার ১ জন আসামী রয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ জন, জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন, সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৪ জন, জিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৫ জুলাই) সকাল থেকে আজ বুধবার (৬জুলাই) ভোর রাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

এদিকে গাংনী ও সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ও অন্যান্য আইনে পৃথক ৪ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতি

সিলেটের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রওনা দিয়েছেন বাংলাদেশ ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার বিকালের দিকে মাওলানা সানোয়ার হোসেন, হাফেজ মাওলানা বোরহান উদ্দিন এবং মাওলানা ইসমাইল হোসেনের তিন সদস্যের দল ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মেহেরপুর থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

শুকনো খাবার, পোশাক, মোমবাতি ও অন্যান্য উপকরন সিলেটে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সহযোগিতা বিতরণ করবেন তারা।

মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা রোকনুজ্জামান বাসে উঠার আগে হোটেল বাজার জামে মসজিদের সামনে থেকে মোনাজাত ও দোয়া পরিচালনা করেন।

মেহেরপুরের শতাধিক দক্ষ ও অদক্ষ কসাই যাবে ঢাকাতে

প্রতি বছরের মত এবারও কোরবানীর ঈদকে সামনে রেখে রাজধানী ঢাকায় যেতে প্রস্তুত হচ্ছেন মেহেরপুরের শতাধিক পেশাদার ও অপেশাদার মৌসুমি কসাই।

গরু, ছাগল, উট কিংবা অন্যান্য পশুর হাড় মাংস কাটাসহ মাংস সাইজ করার কাজে ব্যবহৃত, দা, বটি, ছুরি, চাপাতি, কুড়াল বা অন্যান্য ক্ষুদ্র অস্ত্রগুলি সানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ও কাঠের গোলাকার কাঠ (স্থানীয় ভাষা খেইটি) প্রস্তুত করেছেন কসাইরা।

তবে, পেশাদার কসাইয়েরা তাদের হেলপার হিসেবে একজন বা দুজন অপেশদার কসাইকেও সাথে নিয়ে থাকেন। আগামীকালকেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন কসাইরা।

ঢাকায় একদিনের কসাই হিসেবেই যাবে এলাকার পেশাদার ও অপেশাদার কসাইরা, বললেন গাংনীর গোপালনগর গ্রামের কসাই খোকন। তিনি বলেন এরা সবাই ঢাকার বুকের একদিনের কসাই।

এলাকাতে সারাবছর বিভিন্ন ক্ষুদ্র পেশার সাথে জড়িত থাকলেও তারা ঢাকায় মাংস তৈরীর কাজ করেন কোরবানীর দিনে। এরা একদিনের কসাই হলেও তাদের আয় কিন্তু কম নয়, দুই থেকে তিনজনের দল এক দিনে আয়

করেন ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। কখনো কখনো তার চেয়ে বেশীও হয়, বাড়তি হিসেবে।

গাংনীর উত্তরপাড়া এলাকার কসাই সোহাগ হোসেন, মারুফ আহম্মেদ বলেন, ঢাকার মানুষ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কোরবানি দেওয়ার জন্য গরু, ছাগল, উট দুম্বা প্রস্তুত রাখে। কোরবানির পশুকে কষ্টা না দিয়ে এবং পশুর শরীরে চামড়া ভুলেও না কেটে সঠিক সাইজের মাংস প্রস্তুত করতে তাদের প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষিত কসাইয়ের। এসময় চাহিদা বেড়ে যায় এসব কসাইদের। ফলে বাড়ে পারিশ্রমিক।

চৌগাছা গ্রামের কসাই সাহেব আলী ও কালাম শাহ বলেন, প্রতি বছরই কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে এই এলাকা থেকে আমরা শতাধিক কসাই ঢাকাতে যায়। এসময় কিছু অপেশাদার বা মৌসুমি কসাইদেরও সাথে নিয়ে থাকি আমরা। ঢাকাতে ঈদের দিন কোরবানির পশু জবাইয়ের সংখ্যার তুলনায় পেশাদার কসাইয়ের সংখ্যা কম হওয়ায় এসব মৌসুমি কসাইদেরও চাহিদাও থাকে আকাশচুম্বি।

এবার আমরা পশুর দাম অনুযায়ী পারিশ্রমিকও নির্ধারণ করে রেখেছি। পশুর দামের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে কসাইয়ের মজুরি। এ দাম সকাল থেকে দুপরের আগ পর্যন্ত। এর পর বেলা যত বাড়বে ততই কমবে তাদের মজুরি। পশুর দাম অনুযায়ী হাজারে ২০০টাকা পারিশ্রমিক নেবো।

শিশিরপাড়া গ্রামের কসাই মহির উদ্দীন বলেন, ঢাকার বেশীর ভাগ মানুষ ঈদের আগেই যার যার পছন্দ অনুযায়ী কসাই ঠিক করে রাখেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সবাই চান ঈদের নামাজের পরপরই কোরবানী সেরে ফেলার। তাই কসাইয়ের চাহিদা সকালের সময়টায় বেশীই থাকে। কসাইয়ের দর বা পারিশ্রমিক নির্ভর করে কখন পশু জবাই হবে তার উপর।

অনেকদিন ধরে কসাইয়ের কাজ করেন গাংনী শহরের প্রশিক্ষিত কসাই আরিফ হোসেন। ঈদের সময়ে তাদের কদর ও মজুরি অনেক বেড়ে যায় জানিয়ে তিনি বলেন, কোরবানির দিন সকাল থেকেই আমাদের ব্যস্ততা শুরু হয়। সকালে কেউ গরু জবাই ও কাটাকাটি করতে চাইলে তাদের মোট পশুর দামের ওপর প্রতি হাজারে ২০০ টাকা দিতে হবে।

এ টাকায় একজন কসাই গরু জবাই থেকে শুরু করে চামড়া ছাড়ানো, হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে তা ছোট করে কাটা, হাড়গুলো ছোট ছোট করে কেটে দেয়া, নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কারসহ একেবারে সব কাজ করে দেবে। তিন থেকে চার মণ মাংস হবে, এমন একটা গরুর জবাইয়ের কাজ দুই জন কসাই এক ঘণ্টায় শেষ করতে পারেন বলেও জানালেন তিনি।

কসাই ইনতাজুল ইসলাম জানান, মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, আমঝুপি, কইরাডাঙ্গা, শ্যামপুর, উত্তর শালিকা, গাংনীর চেংগাড়া, সাহারবাটি বামন্দীসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কসাই এই ঈদ মৌসুমে যান ঢাকাতে। তারা একদিন ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা ইনকাম করেই বাড়ি ফেরেন। কোরবানির আগের দিন পর্যন্ত হাট থেকে গরু কিনে গেরহস্তের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেওয়া এবং তাদের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করান। তাতে ১ থেকে দেড় হাজার টাকা পারিশ্রমকও পান।

গাংনীর বামন্দিতে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে চলছে কমফোর্ট মেডিকেয়ার

গাংনীর বামন্দীতে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স দিয়েই চলছে কমফোর্ট মেডিকেয়ার। চোখ ধাঁধাঁনো ব্যানার, ফেসটুন দিয়ে রোগীদের আকর্ষণ করলেও, করেননি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা।

যখন দেশের মানুষের চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের জন্য নানা রকম নীতিমালা করেছেন বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ঠিক তখনই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স সর্বস্ব ক্লিনিক মানুষকে হতবাক করেছে।

দেখা গেছে, সেখানে ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই চলছে ঔষধের ব্যবসা। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স ছাড়াই করা হচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি, হচ্ছে দাঁতের চিকিৎসা, ফিজিওথেরাপী।

সপ্তাহে একদিন বহিরাগত এমবিবিএস ডাক্তারও বসাচ্ছেন কমফোর্ট মেডিকেয়ার নামের ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালক মোসাদ্দেক হোসেন। শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া আর কোন কাগজপত্রই দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। নার্সিং বিষয়ে না পড়ে বা কোন রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই নার্সের দায়িত্ব পালন করছে তিন জন নারী।

কমফোর্ট মেডিকেয়ারের পরিচালক মোসাদ্দেক হোসেন জানান, সরকারের বিধি বিধান অনুযায়ী তার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করবেন। লাইসেন্সের

জন্য আবেদন করবেন বলেও জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শুপ্রভা রানী জানান, ফিজিওথেরাপি, ওষুধের ব্যবসা, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্রত্যকটির জন্য আলাদা আলাদা লাইসেন্স করতে হবে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স ছাড়া আল্ট্রাসনোগ্রাফি, ইসিজি কেউ করতে পারবেন না। যদি লাইসেন্স ছাড়াই এগুলো কেউ করে থাকে তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, এধরনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার চলার কথা নয়, বন্ধ থাকার কথা। এ বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে ইজিবাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত – ৫

মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের গুচ্ছ গ্রামে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক ও বাইসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, মেহেরপুরের দিকে আসতে থাকা একটি ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইসাইকেলর সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হন ২ জন আহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়ন শালিকা গ্রামের আম্মত মড়লের ছেলে এলাহি বকশো এবং একই গ্রামের মুনসুর আলী।

মুনসুর আলীর আশঙ্কাজনক অবস্থা হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। এবং আহত ৩ জন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

০৯ ব্যাচের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা

দ্বিতীয় বারের মতো মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি ০৯ ব্যাচের পক্ষ থেকে মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুলেল শুভেচছা জানানো হয়েছে।

সোমবার সন্ধায় মাহফুজুর রহমান রিটন এর নির্বাচনী কার্যালয়ে এ শুভেচ্ছা জাননো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, এমজিএইচএস-০৯ ব্যাচের সভাপতি তানভির আল মামুন, সহ সভাপতি সেলিম পারভেজ, সাংগাঠনিক সম্পাদক মাহফুজুর রহমান নয়ন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান সুরুজ, ক্রীড়া সম্পাদক আসিফ উজ-জামান কমল, ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মাসুদ পারভেজ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এমজিএইচএস এর সদস্য, রুপক, আসিফ হাসান সানি এবং ফিরোজ রহমান।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা আটক

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা ও তার দুই সহযোগীকে হেরোইনসহ আটক করেছে ৬ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ঝাঁঝাঁ ক্যাম্পের সদস্যরা।

আটকরা হলেন, জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে, শহরের নতুন পাড়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ ও বেড় পাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে ইসরাফিল। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে

আটকের পর রাত সাড়ে নয়টার দিকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। আটকের সময় বিজিবি সদস্যরা তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।

ঝাঁঝা বিজিবি ফাঁড়ির নায়েব সুবেদার জামাল হোসেন জানান, বিজিবি’র একটি টহল দল হরিরামপুর এলাকায় টহল থাকাকালীন সময়ে জুয়েল, লালন এবং ইস্রাফিলকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এসময় বিজিব সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। প্রথম দিকে নিজেদেরকে তাঁতী লীগের সাধাণ সম্পাদক পরিচয় দিয়ে বিজিবির উপর চড়াও হয়। পরে বিজিবি তাদের চড়াওকে পাত্তা না দিলে অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর চেষ্টা করে।

বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬.৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।. এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দিয়ে পুলিশে হস্তান্তর করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দেয়া হয়েছে এটি এফআইআরভুক্ত হতে প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২০ সালের ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর শহরের ফুলবাগানপাড়ার একটি বাড়িতে চুরির মামলায় জেলা তাঁতী লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানার দুই বছর সাজা দেন আদালত। সে মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন জুয়েল রানা।

গাংনী ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক সেবনকারীর জেল জরিমানা

মেহেরপুর গাংনীতে গাঁজা ও ফেন্সিডিল রাখার অপরাধে আবু সায়েম (৩৫) নামের এক মাদক সেবীকে এক মাসের জেল ও ২০০ টাকা জরিমানা প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম এ জেল জরিমানা প্রদান করেন। মাদকসেবী আবু সায়েম গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের পলদা পাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আবু সায়েম তান নিজ বাড়িতে মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সাংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৩ পুরিয়া গাঁজা ও ১ বোতল ফেন্সিডিলসহ আবু সায়েমকে আটক করে।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)নাজমুল আলম ভ্রাম্যমান আদালতে বসিয়ে ২০১৮ সালের ৩৬/৫ ধারায় ১ মাসের বিন আশ্রম কার দন্ড ও নগদ ২০০ টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন মেহেরপুরে কামাররা

আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মুসলিম সম্রদায়ের বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন পশু কোরবানীর। ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে কামারশালার অন্ধকার ঘরে লোহা পেটানোর শব্দ আর শান দেবার যন্ত্র ঘুরছে অবিরাম।

কয়লায় আগুন ধরাতে হাপরের বিশ্রাম নেই। আর হাপরের পাশে বাড়ছে পোড়া কয়লার স্তুপ। খদ্দেরের চাপ সইতে সেই কাক ডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলছে কামারদের কর্ম ব্যাস্ততা।

কুরবানীর পশু কাটাকাটিতে চাই, ধারালো দা, বটি, চাপাতি ও ছুরি। তাই কয়লার চুলায় দগদগে আগুনে, গরম লোহায় পিটাপিটির টুং টাং শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কামারশালাগুলো। খদ্দেরের পছন্দো মতো তৈরী করছেন বিভিন্ন সাইজের চাপাতি, গরু জবাই করা বড় ছুরি, চামড়া ছোলার ছোট ছুরি, দা, বটি, কুড়াল আর

ছোট চাকুর মতো লোহার সব অস্ত্র। আবার অনেকে পুরানো অস্ত্রগুলি ঝালায় করে নিচ্ছে কামারদের কাছ থেকে। তাই ব্যস্ততাা বেড়েছে কামারদের। তবে কয়লার অভাবে খরিদ্দারের চাহিদা মতো অস্ত্র সরবরাহ করতে পারছেনা বলে জানান কারিগররা।

গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের কারীগর (কামার) অমল কর্মকার ও বিমল কর্মকার জানান, কোরবানির ঈদের সময় প্রচুর চাহিদা থাকায় আয় অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেকগুন বেশি হচ্ছে। সেই কাকডাকা ভোর থেকে উঠেই কাজ শুরু করি। আর চলে গভীর রাত পর্যন্ত। এখন দা. বটি, চাপাতি ও ছুরি তৈরী করতে হচ্ছে বেশী। এছাড়া পুরানো দা, বটি, ছুরিও নতুন করে পুড়িয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই।

একই গ্রামের মদু কর্মকার বামন্দীতে তার কামারশালা। তিনি জানান, কোরবানীর ঈদকে সামনে নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। রাতদিন সমান তালে কাজ করেও কাজ তুলতে পারছিনে। ঈদের এই সামনের দিনগুলোতে আমাদের আর ফুরসত নেই।

তেরাইল গ্রামের কামারশালার শুশীল কর্মকার ও জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কামারশালার নেপাল কর্মকার জানান, কোরবানীর এই কয়দিন আমাদের কাজ বেশী হবে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করছি। তবে, এই সময়ে আমরা ঠিকমত কয়লা পাইনি। আমাদের যেখানে লাগবে ১০ বস্তা কয়লা সেখানে পাচ্ছি এক বস্তা। তারপরেও ভাল কাজ পাচ্ছি আমরা।

গাংনী শহরের সিনেমাহল পাড়া এলাকার আরজ আলী জানান, প্রতি বছরই শু কোরবানীর কাজে ব্যবহৃত দা বটি, ছুরি শান দিয়ে থাকি। গত বছর একটি দা তৈরী করেছি। এবার আর লাগবেনা। তবে, এগুন নতুন করে শান দিতে প্রায় ৩ শ টাকা খরচ হলো। কামার শালাতে প্রচন্ড ভীড়। এখানে লাইন পাওয়ায় মুসকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছতিয়ান গ্রামের হজরত আলী ও বাওট গ্রামের মারফত আলী বলেন, একটা করে দা তৈরী করে নিলাম। দা বানাতে খরচ হয়েছে তিন শ টাকা। এছাড়া ছুরি ও চাকু শান দিতে খরচ হয়েছে আরও ১ শ টাকা। তিন দিন আগে থেকে দা’র অর্ডার এবং ছুরি চাকু রেখে এসেছিলাম। এগুলো হাতে পেয়েছি।

গাংনীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলার এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত কিশোরী সংঘের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান সোমবার বিকালে বিদ্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা অফিসের “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য়” এর আওতায় এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘের ১০০ জন ছাত্রী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি পল্লী উন্নয়ন অফিসার (ইরেসপো) সাব্বির আহমেদ।

এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান খাঁনের সঞ্চালনায়, এ সময় বক্তব্য রাখে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লিলিমা মাহফুজ তিশা।

প্রশিক্ষণে কৈশর বা বয়: সন্ধিকালীন পরিচিতি, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক মানষিক পরিবর্তন, শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা ও বাল্যবিবাহের কুফল-সুফল এবং বাল্যবিবাহ আইন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে কিশোরী সংঘের ১০০জন কিশোরীর মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।